



বাণী

১৬ ডিসেম্বর ২০১৯

আজ ১৬ই ডিসেম্বর। আমাদের মহান বিজয় দিবস। আত্মমুক্তির লক্ষ্যে কয়েক দশকের কঠোর সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালের ৯ মাসব্যাপী একটি রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি এই ঐতিহাসিক বিজয়।

বিজয়ের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি দেশ-বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিজয় দিবসের এই শুভলগ্নে আমি বিন্দুচিন্তে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিন্দু শ্রদ্ধা জানাই ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের প্রতি যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সন্ত্বনের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের লাল-সবুজের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সশ্রদ্ধ সালাম জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি।

বিজয় দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই বিদেশী বন্ধুরাষ্ট্র, প্রবাসী বাঙালিসহ কূটনৈতিক কোরের সদস্যদের প্রতি যাঁরা বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে পাশে থেকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার মাধ্যমে বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিলেন। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তৎকালীন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি যাঁরা স্বপক্ষ ত্যাগ করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সার্ভিসের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু। বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো আপোস করেননি। বাংলার সাধারণ মানুষের দেয়া উপাধি 'বঙ্গবন্ধু' ও 'বাংলাদেশ' তাই সমার্থক। বিশ্ববিখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' হিসেবে ভূষিত করে, যা ছিল তাঁর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের অবিচল আস্থা ও গভীর শ্রদ্ধার প্রতিফলন। বাংলাদেশ ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে ২০২০-২০২১ সালকে 'মুজিববর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করেছে। বছরব্যাপী 'মুজিববর্ষ' পালনের মাধ্যমে জাতির পিতার আদর্শ ও অর্জন বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে ১৯৭২ সালেই উন্নয়নের বীজ রোপিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন মাত্র সাড়ে তিন বছরে, ঠিক সেই সময় দেশ ও জাতির শত্রু কতিপয় কুচক্রী তাঁকে হত্যা করে দেশের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেয়। পিতার আদর্শ অনুসরণ করে দেশরত্ন শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের সকল শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করেন দেশ ও জনগণের সার্বিক উন্নয়নে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশ গত বছর সর্বোচ্চ জিডিপি অর্জন করেছে যা ছিল ৮.১৫%। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের দারিদ্রের হার ছিল ৪১.৫ শতাংশ যা ২০১৮ সালে ২১.৩ শতাংশে নেমে এসেছে এবং অতি দারিদ্রের হার ২৫ শতাংশ থেকে ১১.৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, শিশু মৃত্যুর হার কমানো সহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল পরিণত হয়েছে। এই সকল কিছুই সম্ভব হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্রুততম সময়ের মধ্যে তৈরী করে দেয়া বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা যার সঠিক বাস্তবায়ন হয়েছে গত ১০ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণে অপরিসীম অবদান রাখার জন্য আমি বিশ্বের সকল প্রান্তে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অভিনন্দন জানাই। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ মিশনসমূহের নিবেদিতপ্রাণ যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করছেন তাদের জন্য রইল বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

যে সোনার বাংলার স্বপ্ন ছিলো জাতির পিতার হৃদয়ে; যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে ৪৯ বছর পূর্বে বাংলার সূর্য সন্তানেরা নিজেদের বুকের রক্ত এ সবুজ ভূমিতে নিঃক্ষিণ্যে ঢেলে দিয়েছিলেন, সে স্বপ্ন পূরণে অবিরাম কাজ করছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকার। সুবিশাল এ কর্মযজ্ঞে আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করবো; অবদান রাখবো স্বদেশ ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণে- এই হোক আজকের দিনের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি